দৈনিক ইত্তেফাক

16

তারিখ 26 MAY 1990
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্র-ছাত্রীদের লইয়া শিক্ষকের বিদেশ সফর প্রসঙ্গে

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

চিকিৎসার নামে ছুটি লইয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সার্ক দেশ সফরে বহির্গত শিক্ষকের ভূমিকা লইয়া পত্র-পত্রিকায় সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'এক সদস্যের তদন্ত কমিটি' গঠন করায় শিক্ষক ও

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

ছাত্র ছাত্রীদের

(১ম পৃঃ পর)

বুদ্ধিজীবী মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। এই কমিটিও এখন পর্যন্ত রিপোর্ট পেশ করে নাই।

এদিকে পত্র-পত্রিকায় এতদসংক্রান্ত খবর ও সম্পাদকীয় প্রকাশের পর লোক প্রশাসন বিভাগে শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক দোষারোপ ও পক্ষে-বিপক্ষে প্রচারণা শুরু হয়। এ অবস্থায় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন গত মঙ্গলবার বিভাগের সকল শিক্ষকের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হন। সভার পর তিনি এই রিপোর্টারকে জানান, লোক প্রশাসন বিভাগে উদ্ভূত পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে যাইতেছে। উহার নিরসনই এই সভার লক্ষ্য।

চিকিৎসার নামে একজন শিক্ষকের এক সঙ্গে তিনটি দেশ সফরের জন্য ছুটি গ্রহণ ও একাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সার্কভুক্ত দেশ সফরের নেতৃত্ব দেওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়ে এক সদস্যের তদন্ত কমিটির নিরপেক্ষতা সম্পর্কে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়াকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, পত্রিকায় খবর প্রকাশের পর তাৎক্ষণিকভাবে এক সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তবে তদন্তে নিরপেক্ষতার কোন অভাব হইবে না। তিনি বলেন, প্রয়োজনে সিণ্ডিকেট পরবর্তীকালে এই ঘটনা তদন্তের জন্য আরও বৃহত্তর তদন্ত কমিটি গঠন করিতে পারে। ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, পত্রিকায় প্রথম খবর প্রকাশের পর তিনি বিষয়টিকে ততটা গুরুত্ব দেন নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে জানা গিয়াছে, বিষয়টি যথেষ্ট জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ।

তদন্ত কমিটির দায়িত্বে নিয়োজিত সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী জানান, তদন্ত রিপোর্ট পেশ করিতে আরও দুই সপ্তাহ সময় লাগিবে। তিনিও বলেন, তদন্ত নিরপেক্ষ হইবে।